তারিখ ... 16 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

শিক্ষকদের উপর পুলিশি হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘর্ষ হয়েছে আন্দোলনকারীদের। এবার শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও গরম পানির সাথে যোগ হয়েছে মরিচের গুঁড়ো (পিপার) স্প্রে। পুলিশের হামলা ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় গতকাল শতাধিক শিক্ষক আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে আন্দোলনকারীরা। শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনকে জামায়াত-শিবিরের আন্দোলন উল্লেখ করে মারধরের দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। দাবি আদায়ে আজ থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে ঐক্যজোট।

গতকাল (বুধবার) নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো আন্দোলনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। তারা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় তারা প্রেসক্লাব থেকে একটি মিছিল নিয়ে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পুলিশ তাদের মিছিলের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। এসময় শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের উপর মারমুখী রূপ নেয়। পুলিশ শিক্ষকদের উপর মরিচের গুঁড়ো স্প্রে করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের কয়েক দফা ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া হয়। কয়েকজন শিক্ষক পুলিশের দিকে ইটের টুকরা ছুড়ে মারলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়ে। এ সময় কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়া হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলাকালে প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, পল্টন মোড়, সেগুন বাগিচার বিভিন্ন গলি, হাইকোর্ট মোড়, কদম ফোয়ারাসহ আশপাশের এলাকায় দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের প্রতি শিক্ষকদের ইট-পাটকেল এবং পুলিশের টিয়ারশেল ও ফাঁকা রাবার বুলেট ছোড়ার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ঘটনায় প্রেসক্লাবসহ আশপাশের এলাকায় চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। বন্ধ হয়ে যায় প্রেসক্লাবের সামনের সড়ক দিয়ে যান চলাচল। যার প্রভাব পড়ে রাজধানী জুড়ে। রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে পড়ে দীর্ঘ যানজট। আর যানজটে নাকাল হয় সাধারণ যাত্রীরা। পরে শিক্ষকরা আবার প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হতে চাইলে পুলিশ তাদের লাঠিচার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করে পুলিশ ও র‌্যাব প্রেসক্লাবের সামনের এলাকা দখলে নিয়ে নেয়। এ সময় সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। তাদের একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেয়া হয়।

বেলা পৌনে ৩টার দিকে শিক্ষক-কর্মচারীরা ফের মিছিল বের করার চেষ্টা চালালে পুলিশ ৮/১০ রাউন্ড টিয়ারশেল ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শিক্ষকদের কর্মসূচি শেষ হয়ে গেলেও পুলিশ প্রেসক্লাবের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ-র‌্যাব সদস্য অবস্থান নিয়ে রাস্তাটি আটকে রাখে। আন্দোলনরত শিক্ষকদের নেতা এশারত আলী সাংবাদিকদের জানান, পুলিশের রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাসে অর্ধ শতাধিক শিক্ষক আহত হয়েছেন। পুলিশের রমনা জোনের ডিসি সৈয়দ নুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে সচিবালয়ের দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় শিক্ষকরা ইট ছুড়ে মারলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়ে।

শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে প্রায় সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর অপেক্ষায় আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক লাখের মতো শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর দাবিতে দীর্ঘ দিন থেকেই আন্দোলন করছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা। গত মে মাসে এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীতে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। ১ সেপ্টেম্বর তাদের আন্দোলনে কর্মসূচিতে লাঠিপেটা করে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দেয়ার পর কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষকরা। যদিও ওই বৈঠক পরে স্থগিত করা হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি মেনে নিতে সরকারকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হওয়ায় গত সোমবার থেকে ফের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

অনশন কর্মসূচি:

নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে আজ থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আজ সকাল ১০টা থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশনে বসবেন তারা। এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার বসু গতকাল তোপখানা রোডের বাসস কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পুলিশের বক্তব্য:

পুলিশের রমনা জোনের উপকমিশনার সৈয়দ নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা গতকালের (মঙ্গলবার) মতো আজও (গতকাল) সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, তারাই পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছেন। একপর্যায়ে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপে বাধ্য হয়েছে। আমাদের ধারণা, এ হামলা জামায়াত করেছে। শিক্ষকদের আচরণ এমন হতে পারে না। শিক্ষকদের প্রতি আমাদের যে দুর্বলতা আছে, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জামায়াত এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য:

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার বসু দাবি করেছেন, পুলিশ পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে আড়াই শ শিক্ষক-কর্মচারী আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবির বিষয়ে তিনি বলেন, তারা সবাই শিক্ষক। এখানে কারও কোনো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই। ঐক্যজোটের সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন, শিক্ষকরা ঢিল ছোড়েননি। কর্মসূচি পণ্ড করার জন্য পুলিশ পূর্বপরিকল্পিতভাবে টোকাই দিয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এরপরও এ ঘটনায় কোনো শিক্ষকের জড়িত থাকার বিষয়টি কেউ প্রমাণ করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন তাপস কুমার বসু।

এর আগে গত মঙ্গলবার শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মসূচিতে টিয়ারশেল ও গরম পানি নিক্ষেপ করে পুলিশ। গত বছরের মে মাসে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের পিটুনিতে আহত এক শিক্ষক পরে মারা যান। এছাড়াও নন-এমপিও শিক্ষকদের এবং চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের উপর হামলা চালায় পুলিশ।

মানুষের উপর এ ধরনের ক্যামিকেল ছোড়ায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়নবিদ প্রফেসর [illegible] এম. এ. ইসলাম। তিনি বলেন, এই ক্যামিকেল মানুষের গায়ে পড়লে ত্বকের জ্বালাতন করবে। কারও চোখে পড়লে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া কোন ক্ষতস্থানে পড়লে তা স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ শিক্ষকদের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, যে দেশে শিক্ষকদের উপর পুলিশ হামলা করে সেখানে শিক্ষা থাকে না, শিক্ষকদের মর্যাদাও থাকে না। এ ধরনের ঘটনা কোন সভ্য দেশে হতে পারে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের উপর হামলা চালিয়ে অত্যাচার করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কখনও উন্নত করা যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকদের উপর হামলার ঘটনা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষকদের কোন মর্যাদা নেই। তাদের কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। তারা বঞ্চিত ও অনেকে দুস্থ। শিক্ষকদের কোন স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নেই। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও শিক্ষকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। তাই এখানে আন্দোলন থাকবেই। কিন্তু এই আন্দোলন দমনে যদি পুলিশ উগ্র আচরণ করে তা কখনই কাম্য নয়। পুলিশের উগ্র বলপ্রয়োগ কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষকরা সব সময় যৌক্তিক দাবি নিয়েই আন্দোলন করেন। তাই শিক্ষকদের দাবিগুলোর যৌক্তিকতা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

এদিকে, শিক্ষকদের উপর হামলার নিন্দা ও শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে আহ্বান জানিয়েছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান।

গতকাল এক বিবৃতিতে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনে পুলিশের হামলা, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও শিক্ষকদের আহত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বিবৃতিতে খালেকুজ্জামান বলেন, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু জোট-মহাজোট কোন সরকারই তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে তাদের অনশনের মতো কর্মসূচিতে ঠেলে দিয়েছে।